বন্যা পরবর্তী সময়ে ধানের রোগ দমনে কৃষকদের করণীয়

চলতি আমন মওসুমে দেশের বন্যা আক্রান্ত এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে ধানে বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রার্দুভাব হতে পারে। সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নিলে এ রোগগুলোর কারনে ধানের ফলনের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। রোগ দমনে কৃষক ভাইদের করণীয় :

১) বন্যায় আক্রান্ত ধান ক্ষেতে ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া ও লালচে রেখা রোগ প্রতিরোধে ৬০ গ্রাম থিওভিট ও ৬০ গ্রাম পটাশ সার ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রতি ৫ শতাংশ জমিতে দুইবার স্প্রে করতে হবে। সম্ভব হলে জমি পর্যায়ক্রমে শুকানো ও ভিজানো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

২) কুশি পর্যায়ে খোলপোড়া রোগ দেখা মাত্র জমি পর্যায়ক্রমে শুকানো ও ভিজানো পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে । রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া, ধানের সর্বোচ্চ কুশি পর্যায়ে ছত্রাকনাশক যেমন: নেটিভো, ফলিকুর, কনটাফ অথবা স্কোর অনুমোদিত মাত্রায় যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

৩) ধানের ফুল পর্যায়ে বিশেষ করে সুগন্ধি জাতে শীষ ব্লাস্ট রোগের প্রাদূর্ভাব হতে পারে। সেক্ষেত্রে থোড় অবস্থার শেষ পর্যায়ে ট্রাইসাইক্লাজল গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন: ট্রুপার, দিফা অথবা কম্পাউন্ড ছত্রাকনাশক যেমন: নেটিভো, ৫-৭ দিন ব্যবধানে দুইবার বিকাল বেলায় অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

৪) প্রাথমিক অবস্থায় টুংরো আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র উঠিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করে বাহক পোকা, সবুজ পাতা ফড়িং দমন করতে হবে। পোকার উপস্থিতি থাকলে, হাতজালের সাহায্যে পোকা ধরে মেরে ফেলতে হবে। হাত জালের প্রতি টানে যদি একটি সবুজ পাতা ফড়িং পাওয়া যায় এবং আশে পাশে টুংরো রোগাক্রান্ত ধান গাছ থাকে, তাহলে জমিতে কীটনাশক, যেমন মিপসিন/সেভিন/ম্যালাথিয়ন অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে ।

৫) ধানের লক্ষীর-গু রোগ সহনশীল মাত্রায় রাখতে জমিতে পরিমিত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে।

৬) রোগবালাই সঠিকভাবে সনাক্তকরণ এবং কার্যকর ভাবে দমনের নিমিত্তে কৃষক ভাইদের নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে।

৭) বিস্তারিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন: ব্রি-র রাইস নলেজ ব্যাংক এর ওয়েবসাইট http://knowledgebank-brri.org/ অথবা যোগাযোগ করুন ব্রি নাগরিক তথ্য সেবা কেন্দ্র, ব্রি, গাজীপুর। ফোন নং: পিএবিএক্স ০২৪৯২৭২০০৫-১৪ এক্সটেনশন ৩৮৯।

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

গাজীপুর-১৭০১।

20.2.2017

ড. মোঃ আব্দুল লতিফ
প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং প্রধান
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
ব্রি, গাজীপুর-১৭০১।

20/2/17

Dr. Md. Ansar Ali
Director (Research) Current Charge
Bangladesh Rice Research Institute
Gazipur-1701